যুগান্তর

তারিখ ৩১ DEC 2002
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ২৫ শতাংশ ননক্যাডার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

মন্ত্রিসভার বৈঠক

মন্ত্রিসভা স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে শূন্য পদের বিশেষিত ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ১০ হাজার নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে ডাক মাশুল দ্বিগুণ করার প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা কক্ষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকের সূত্রে জানা গেছে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করার জন্য শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্য সরকার সচিব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শূন্যপদ পূরণের জন্য নিয়োগদানের ক্ষমতা নিজ নিজ মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে দায়িত্ব সিদ্ধান্ত : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

সিদ্ধান্ত : নিয়োগের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেয়া হবে। পাঁচশ নম্বরের পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য কর্মকর্তা নির্বাচন করা হবে। আর নির্বাচিত হবে একটি বিশেষ কমিটির মাধ্যমে। নির্বাচিত কর্মকর্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বেতন ভাতা দেয়া হবে।

জানা গেছে, বর্তমানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ১০ হাজারের বেশি শূন্যপদ রয়েছে। এই শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর আগে নির্দেশ দিলেও মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো শূন্যপদ পূরণে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কারণ শূন্যপদ পূরণ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। মন্ত্রিসভায় আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ঢাকা-চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসনসহ অন্যান্য দফতরে 'অনুমোদিত' পদের অতিরিক্ত কর্মকর্তাদের মফস্বলে শূন্যপদে বদলি করা হবে। জানা গেছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ চাহিদার ভিত্তিতে শূন্যপদ পূরণের অনুমতি চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু সেসব প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট মন্ত্রিসভা কমিটিতে পাঠানো হয়। সম্প্রতি অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে কমিটির বৈঠকে প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করা হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে আবার একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতের বাইরের শূন্যপদ পূরণের অগ্রাধিকার ভিত্তিক পদগুলো চিহ্নিত করবে। জানা গেছে, মন্ত্রিসভা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার কথা চিন্তা করে ডাক মাশুল দ্বিগুণ করার প্রস্তাব নাকোচ করে দিয়েছে। তবে মন্ত্রিসভা বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিদেশ ভ্রমণ কর আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটি সমন্বিত আইন তৈরির জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।